ফ্যাক্টশিট

গমের ব্লাস্ট রোগ ও তার প্রতিকার

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক গরম ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়া থাকলে এ রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। রোগটি ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রাজিলে দেখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে ব্রাজিলসহ দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশে এর বিস্তার হয়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল ও ভোলা জেলায় প্রায় ১৫০০০ হেক্টর জমিতে এ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা মোট গম আবাদী জমির প্রায় ৩%। আক্রান্ত গম ক্ষেতের ফলন শতকরা ২৫-৩০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এ রোগের কারণে ক্ষেতের সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট হতে পারে।

গমের ব্লাস্ট রোগ চেনার উপায়

চিত্র ১: (বাম) গমের ক্ষেতে ব্লাস্টের প্রাথমিক লক্ষণ (ডান) আক্রান্ত পুরো ক্ষেত

চিত্র ২: (বাম) ব্লাস্টে আক্রান্ত শীষ (ডান) আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ

চিত্র ৩: ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত দানা

- গম ক্ষেতের ব্লাস্ট আক্রান্ত স্থানে শীষ সাদা হয়ে যায় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা অতি দ্রুত সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র ১)।
- প্রধানত গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। শীষের আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ পড়ে (চিত্র ২) এবং আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ সাদা হয়ে যায়। তবে শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে পুরো শীষ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। আক্রান্ত শীষের দানা অপুষ্ট হয় ও কুঁচকে যায় এবং দানা ধূসর বর্ণের হয়ে যায় (চিত্র ৩)।
- পাতায়ও এরোগের আক্রমণ হতে পারে এবং এক্ষেত্রে পাতায় চোখের ন্যায় ধূসর বর্ণের ছোট ছোট দাগ পড়ে।

রোগের বিস্তার যেভাবে ঘটে

- আক্রান্ত বীজের মাধ্যমে গমের ব্লাস্ট রোগ ছড়ায়।
- বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২-২৪ ঘন্টা ভেজা থাকলে এবং তাপমাত্রা ১৮° সেঃ অথবা এর অধিক হলে এরোগের সংক্রমণ হয় এবং রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
- ব্লাস্ট রোগের জীবাণু কিছু কিছু ঘাস জাতীয় পোষক আগাছার (যেমন- চাপড়া, শ্যামা, আংগুলি ঘাস, ইত্যাদি) মধ্যে বাস করতে পারে; তবে সেখানে রোগের লক্ষণ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

- কোন অবস্থাতেই আক্রান্ত জমি থেকে বীজ গম সংগ্রহ করবেন না।
- অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল জাত যেমন, বারি গম ২৮ ও বারি গম ৩০ জাতের চাষ করুন।
- উপযুক্ত সময়ে (অগ্রহায়ণের ০১ হতে ১৫ তারিখ) বীজ বপন করুন যাতে শীষ বের হওয়ার সময়ে বৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা পরিহার করা যায়।
- বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউ পি অথবা ৩ মিলি হারে ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। বীজ শোধন করলে গমের অন্যান্য বীজবাহিত রোগও দমন হবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে।
- গমের ক্ষেত ও আইল আগাছামুক্ত রাখুন।
- প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং তার ১২-১৫ দিন পর আরেকবার নিম্নে উল্লিখিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করুন ঃ

প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ (ছয়) গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি অথবা নভিটা ৭৫ ডব্লিউ জি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করলে গমের পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ ইত্যাদিও দমন হবে।

বি: দ্র: ছত্রাকনাশক ব্যবহারের সময় হাতে রাবার অথবা প্লাস্টিকের গ্লোভস এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন যাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের সংস্পর্শে না আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ/গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন/ সিমিট কার্যালয়/ ডিলার পয়েন্টে যোগাযোগ করুন।
কয়েকটি জরুরী ফোন নম্বর ঃ ০৫৩১-৬৩৩৪২ (গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর); ০৪২১-৬৮৬৪৯, ৬১০৫৯ (আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর); ০৪৩২৭-৭৩৩৬১ (আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বরিশাল); ০২-৯৮৯৬৬৭৬ (সিমিট-বাংলাদেশ, ঢাকা)

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত | প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৬
সহযোগিতায় ঃ আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট)/ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল/ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট/ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন/ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ ইউএসএআইডি/ এফএও/ এসিআইএআর/ বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন